



একটা কাক শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছে

মামুনর রশীদ

একদিন এক কবি বৃষ্টিতে ভিজতে থাকা ক আকার এবং ক দিয়ে এমনি এমনি এক শব্দ বানালো সেই শব্দ কালো পক্ষীর মত দেয়ালে উড়ে গিয়ে বসে। কবি বললো, তুমি কাক, দেয়ালে যে ফুল দেখছো তার নাম বোগন ভ্যালিয়া। কাকের সঙ্গে কবির আর দেখা হয়নি। একদিন যায়, দু'দিন যায়, মাস, বছর যায়....কাক ততদিনে সেগুন বাগিচা চিনল, ফার্ম গেট চিনল, ধানমন্ডি ইত্যাদি জায়গাও। কাক ছাত্র চিনল, রাষ্ট্রনৈতিক চিনল, পুলিশ এবং সন্ত্রাসীও। কাকের কাছে সব একরকম মনে হতে লাগলো।

একদিন পেয়ারা বাগানের ওদিকে একটা গাছে বয়েসে ছোট কিন্তু তার চেয়েও সুন্দর এক ঝলমলে কাককে দেখে কাক বিমোহিত হল। তোমাকেত আগে আর দেখিনি। তোমার থেকে চোখ ফেরানো যাচ্ছেনা। তুমি আবার অন্যরকম ভেবে বসোনা যেনো! আমি মেয়ে কাক। আমার দিকে তোমাকেত তাকাতেই হবে। ওগুলো হরমোনেল ব্যাপার। আমিওত চাই পুরুষ কাকে রা শুধু আমাকেই দেখুক। আমার দিকে তুমি না তাকালে সেত আমারি পরাজয়। জানো, একটা শহরে শুধু তিনটে মেয়ে কাক থাকে। আমি তাদের একজন।

কাক মুগ্ধ।

তুমি খুব সুন্দর!

জানি! মেয়ে কাক পাখা নাড়ল।

তোমাকে কে বানালো?

একজন কবি।

যিনি খুব বিড়ি খান?

থেতেন।

যিনি চান খার পুলে থাকেন?

থাকতেন।

থাকতেন মানে এখন আর ওখানে থাকেন না?

এখন থাকেন না।

এখন আর কোথায়ও থাকেননা।

মানে? খুলে বলো দেখি।

ভোট দেননি বলে পার্টির লোকেরা জোর করে কজী কেটে দেবার পরে আর কবিতা লিখতে পারবেননা তাই দুঃখে মরে গেলেন। তিনিত আমাকেও বানিয়েছেন। হ্যা, তিনি অনেক কাক, অনেক দুয়েলও বানিয়েছেন। এই শহরে তিনটে মেয়ে কাক তাঁরই বানানো। ক,আকার আর ক খুঁজে পাওয়া কি সহজ? দেশী জিনিষ যা লুটপাট হচ্ছে! আগে পাকিস্তানীরা করত এখনত ইন্ডিয়ানরা আসছে। শুনছি আরবীরাও নাকি আসবে। তাছাড়া, এই যে রঙ, কালো নয় অথচ কালো আবার ধূসর নয় কিন্তু ওরকমেরই এটা কি কম জটিল?